দৈনিক জনকণ্ঠ

23 APR 2016

৬৪ জেলার নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্যারিয়ার ক্যাম্প চালু হচ্ছে

★ চলবে এক বছর আজ থেকে
★ লক্ষ্য আইসিটিতে তরুণদের অংশগ্রহণ বাড়ানো

ফিরোজ মান্না ॥ তথ্যপ্রযুক্তি খাতে শিক্ষিত তরুণদের অংশগ্রহণ বাড়াতে দেশের ৬৪ জেলার নির্বাচিত সরকারী-বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে আইসিটি 'ক্যারিয়ার ক্যাম্প' শুরু হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ আগামী শনিবার থেকে এ ক্যারিয়ার ক্যাম্প কার্যক্রম চালু করবে। শনিবার ঢাকায় কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যারিয়ার ক্যাম্পের উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ক্যারিয়ার ক্যাম্পের যাত্রা শুরু হবে।

তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ সূত্র জানিয়েছে, ক্যারিয়ার ক্যাম্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে- দেশের শিক্ষিত তরুণদের তথ্যপ্রযুক্তিতে আগ্রহ বাড়ানো। একই সঙ্গে তাদের বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ এমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড গবর্নেন্স (এলআইসিটি) যৌথভাবে আইসিটি ক্যারিয়ার ক্যাম্প প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। দেশের ৬৪ জেলার নির্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে আগামী এক বছর ধরে চলবে আইসিটি ক্যারিয়ার ক্যাম্প। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একদিন করে এ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে।

বিসিসি'র একজন কর্মকর্তা জানান, শিক্ষার্থী তরুণদের তথ্যপ্রযুক্তিতে আগ্রহী ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য দিনব্যাপী ক্যারিয়ার ক্যাম্পের নানা ইভেন্টকে আনন্দদায়ক করে উপস্থাপন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সম্ভাবনা নিয়ে ডকুমেন্টারি প্রদর্শনের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইকন হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিত্বদের মাধ্যমে তরুণদের উদ্বুদ্ধ ও প্রেরণা জাগানো বক্তৃতা থাকবে। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আইসিটি বিষয়ক কুইজ ও প্রশ্নোত্তরসহ নানা ইভেন্ট নিয়ে প্রতিদিনের ক্যারিয়ার ক্যাম্প পরিচালিত হবে। ক্যারিয়ার ক্যাম্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, আইসিটি ক্যারিয়ার ক্যাম্পের মূল লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তিতে আগ্রহী করে তোলা। শিক্ষার্থীদের সামনে যদি আইটি খাতের সম্ভাবনাগুলো তুলে ধরা যায় এবং তাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ করে দেয়া হলে তারা এ খাতে বড় ভূমিকা রাখতে পারবে। তাহলে তারা শিক্ষাজীবন থেকেই আইটিতে নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তোলার কথা ভাববে। অনেকেই এ খাত থেকে সম্মানজনকভাবে অর্থ উপার্জন করতে পারবে। তাই তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ ও বিসিসি যৌথভাবে এমন একটি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। আইসিটি বিভাগ ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে দক্ষ জনবল তৈরি করছে। আমার বিশ্বাস ক্যারিয়ার ক্যাম্পও দক্ষ জনবল তৈরিতে বড় ভূমিকা পালন করবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তাপ্রসূত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রায় তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও ডিজিটাল অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার দিকে। এজন্য প্রয়োজন তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত দক্ষ মানবসম্পদ। আর দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির জন্য দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বেছে নেয়া হয়েছে আইসিটি ক্যারিয়ার ক্যাম্প চালুর জন্য। ২০২১ সাল নাগাদ আইসিটি রফতানির পরিমাণ ৫ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ এবং আইটি পেশাজীবীদের সংখ্যা ২ মিলিয়নে উন্নীত করার জন্য দেশে আইটি শিল্পের প্রসার ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। আইটি শিল্পের প্রসার ও কর্মসংস্থানের জন্য সরকার নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এজন্য দেশে ১২টি হাইটেক পার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। যশোরের সফটওয়্যার পার্ক নির্মাণ সমাপ্তির পথে। কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্কের উন্নয়ন জোরেশোরে এগিয়ে চলছে। এটি শেষ হলে প্রায় ৭০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। বিসিসি'র নির্বাহী পরিচালক এস এম আশরাফুল ইসলাম বলেন, আমার বিশ্বাস আইসিটি ক্যারিয়ার ক্যাম্প শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তিতে আগ্রহী করে তুলবে। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে স্থাপিত বিশেষায়িত ল্যাবগুলোতে প্রশিক্ষণ গ্রহণে তারা উদ্বুদ্ধ হবে। অনেকেই জানেন না যে, আমাদের দেশে টাইটানিয়াম, স্মাকের মতো বিশেষায়িত ল্যাব রয়েছে। যেখানে বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।